বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমানবন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং-১২.২০.০০০০.০০৪.০২২.১২.০৭০.৭৬৬ তারিখ: ০৭/০৪/২৫ খ্রি:

বিষয়: **জাতীয় কৃষি নীতি ওয়ার্কিং কমিটির সভার ১০.৮ সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত এজেন্ডা পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে "জাতীয় কৃষি নীতি ওয়ার্কিং কমিটির সভার ১০.৮ সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত এজেন্ডা পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন" সংক্রান্ত এক সভা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রনয়ন করা হয়েছে।

উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

(স্বাক্ষর) ৭/৪/২৫

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
ফোন: ০২-৪১০২৫২৫২
ই-মেইল: ec.barc@barc.gov.bd

সংযুক্তি: কর্মশালার কার্যবিবরণী - ২ পৃষ্ঠা।

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ।
৭. সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ফার্মগেট, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১০. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক, কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিট, বিএআরসি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২. একান্ত সচিব, নির্বাহী চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বিএআরসি, ঢাকা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

জাতীয় কৃষি নীতি ওয়ার্কিং কমিটির সভার ১০.৮ সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত এজেন্ডা পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন শীর্ষক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি।
তারিখ ও সময়	:	২৩ মার্চ ২০২৫, সকাল: ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সভাকক্ষ-২, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
কর্মশালার উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

১.০। জাতীয় কৃষি নীতি ওয়ার্কিং কমিটির সভার ১০.৮ সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত এজেন্ডা পর্যালোচনার জন্য নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং বিএডিসি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক সভা গত ২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সভাকক্ষ-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ফার্মগেট, ঢাকায় ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, গত ০৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষি নীতি ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তথা অঞ্চলভিত্তিক কি ধরনের ধানের জাতের চাহিদা রয়েছে তার তথ্য যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) এর নেতৃত্বে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন, প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অঞ্চল ভিত্তিক অধিক গুণগত মানসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন এবং প্রতিটি জাতের নির্দিষ্ট নামের পাশাপাশি জনপ্রিয় নাম দেওয়া, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং বেসরকারি কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন যৌথভাবে পর্যালোচনা করে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন সবজির জন্য পৃথক কুলিং চেম্বার স্থাপণে করণীয় সুপারিশ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও বিএডিসির প্রকৌশলীগণের ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দায়িত্ব পালন এবং সভায় উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, সুন্দরবনের মৎস্যজীবী কমিউনিটির জন্য Safe use of pesticide বিষয়ে Awareness Raising এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া, কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানিতে সহায়তার জন্য বিমান ভাড়া হ্রাস করার বিষয় আলোচনার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী সভাগুলোতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বিপণন এবং কোল্ডস্টোরেজ ও পরিবহন খাতে Start up fund তৈরি করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজে নিয়োজিত করার জন্য ঋণ অনুদান বিষয়ক নীতিমালা তৈরি, এবং বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রস্তাবিত এজেন্ডাসমূহ পর্যালোচনার জন্য বিএআরসি'র নেতৃত্বে নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ডিএই, বিএডিসি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

২.০। অতঃপর, সভাপতি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রস্তাবিত এজেন্ডাসমূহ পর্যালোচনায় সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত আহ্বান করেন। ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বলেন, এজেন্ডা ১০.২ অনুযায়ী জেলা ভিত্তিতে জাতের চাহিদা নির্ধারণ এবং চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী জাতের পর্যালোচনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি উপযোগী জাত না থাকলে নতুন জাত উদ্ভাবনের প্রস্তাব দেন। জনাব মো. সাইফুল ইসলাম, চীফ সাইন্টিফিক অফিসার ও প্রধান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, ব্রি বলেন, ডিএই'র মাধ্যমে জাত চাহিদা নিরূপণে জাতীয় জরিপ এবং দেশের নিজস্ব ও বিদেশি (exotic) জাতের চাহিদা নির্ধারণে পক্ষপাতহীন জরিপ পরিচালনা করা উচিত।

৩.০। ড. মো. হারূনুর রশীদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ও পরিচালক, সার্ক কৃষি কেন্দ্র বলেন, এজেন্ডা ১০.১ অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মহোদয়ের নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমানে যেসব জাত বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে, সেগুলোর চাহিদা রয়েছে ধরে নিয়ে সম্প্রসারণের পাশাপাশি অনুরূপ নতুন জাত উদ্ভাবনের প্রস্তাব দেন। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) বিভিন্ন দেশে Market Segment Analysis (MSA) করলেও বাংলাদেশে তা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি এবং নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের লোকবল সংকটের কারণে দ্রুত জরিপ সম্ভব নয়। তাই ডিএই'র মাধ্যমে জরিপ পরিচালনার পরামর্শ দেন। ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, বিনা বলেন, ব্রি ১১৫টি ও বিনা ২৬টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। সম্ভাবনাময় (potential) জাতগুলো মাঠপর্যায়ে যাচাই করে ডিএই'র সহায়তায় কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪.০। ড. খোন্দকার মো. ইফতেখারুদ্দৌলা (ব্রি) জানান, ব্রি উদ্ভাবিত ১১৫টি ধানের জাতের জন্য জনপ্রিয় নাম নির্ধারণ করা কঠিন। ড. মো. আবুল কালাম আজাদ উল্লেখ করেন, বিআর ২৩ ও বিনা ধান ২৩ নামের মিল কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ড. মুন্সী রাশীদ আহমেদ, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), গাজীপুর বলেন, আগে জনপ্রিয় নাম কৃষকদের জন্য সহায়ক ছিল, কিন্তু বর্তমানে জাতের সংখ্যা বাড়ায় নাম নির্ধারণ জটিল হয়েছে। তিনি মাঠপর্যায়ে বিভ্রান্তি নিরসনে ডিএই ও বিএডিসি-এর ভূমিকা এবং কৃষিপণ্য পরিবহনে কার্গো বিমানের ভাড়া কমাতে সুপারিশ প্রদানের পরামর্শ দেন। জনাব মো. শওকতুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), বিএডিসি, ইউনিয়ন পর্যায়ের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিএডিসি থেকে একজন প্রকৌশলী ও একজন কৃষিবিদের অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করবে বলে মত দেন।

৫.০। ড. নাজমুন নাহার করিম বলেন, বীজের প্যাকেটে স্পষ্টভাবে জাতের পূর্ণাঙ্গ নাম উল্লেখ করা আবশ্যক, যাতে কৃষক বিভ্রান্ত না হন। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি ইস্যু করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এজেন্ডাগুলোর বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর চিঠি পাঠাতে হবে এবং মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

অতঃপর সভায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

১। এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর চিঠি প্রদান ও প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন। সাত (০৭) কার্য দিবসের মধ্যে মনোনয়ন দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

২। কমিটির আহবায়ক সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এবং সদস্য সচিব হবেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফিল্ড সার্ভিস উইং এর একজন প্রতিনিধি। কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন বারি, ব্রি, বিনা, বিজেআরআই, বিএসআরআই, বিডাব্লিউএমআরআই, সিডিবি, বিএমডিএ, বিএডিসি (২ জন) ও ড্যাম এর প্রতিনিধি।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
বিএআরসি।